বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ
www.jkkniu.edu.bd # jkkniubangla.com

স্মারক নং : *রুদ্র-মঙ্গল*/সং.৮/২০২২-২০২৩ তারিখ : ১৭/০৯/২০২৩

গবেষণামূলক প্রবন্ধ আহ্বান

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ মূল্যায়নকৃত (Double Blind Peer Reviewed) আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র *রুদ্র-মঙ্গল* (অষ্টম সংখ্যা, ২০২৩) প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উক্ত সংখ্যায় শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। আগ্রহী গবেষকদের নিম্নসংযুক্ত নীতিমালা ও নির্দেশনাবলি অনুসরণ করে আগামী **৩১/১০/২০২৩** তারিখের মধ্যে **Bijoy Unicode Kalpurush**-এ কম্পোজকৃত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

অধ্যাপক আহমেদুল বারী, পিএইচ.ডি
সম্পাদক, *রুদ্র-মঙ্গল* (৮ম সংখ্যা)
ও
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপক ড. মো.হাবিব-উল-মাওলা (মাওলা প্রিন্স)
নির্বাহী সম্পাদক, *রুদ্র-মঙ্গল* (৮ম সংখ্যা)
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রুদ্র-মঙ্গল : অনুসৃতব্য নীতিমালা এবং প্রবন্ধকার বা গবেষকের জন্য নির্দেশনাবলি

১. *রুদ্র-মঙ্গল* (ISSN 2415-4695) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণাপত্র। বিভাগীয় প্রধান পত্রিকার ‘সম্পাদক’ এবং বিভাগীয় প্রধানের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ শিক্ষক পত্রিকার ‘নির্বাহী সম্পাদক’ হবেন। বিভাগীয় প্রধানের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক এবং নির্বাহী সম্পাদকের পরবর্তী জ্যেষ্ঠ দুজন শিক্ষক পত্রিকাটির ‘সদস্য’ থাকবেন।

২. *রুদ্র-মঙ্গল* গবেষণাপত্রের জন্য উচ্চতর শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষণা-কর্মকর্তা, পিএইচ.ডি কিংবা এম.ফিল পর্যায়ের গবেষকদের লেখা গ্রহণযোগ্য হবে। মাস্টার্স কিংবা অনার্স পর্যায়ে সম্পন্ন গবেষণাপত্রের আলোকে লিখিত প্রবন্ধ বিবেচনা

করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রত্যয়ন পত্র' অথবা 'প্রশংসা পত্র' সংযুক্ত করতে হবে।

৩. একটি গবেষণা-প্রবন্ধের লেখক একজনই হবেন। যৌথনামে রচিত ও সম্পাদিত গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না।

৪. প্রবন্ধ হতে হবে সুস্পষ্ট গবেষণা-জিজ্ঞাসা ও ফল-সম্বলিত। লেখায় *রুদ্র-মঙ্গল* গবেষণাপত্রের অনুসৃতব্য নীতিমালা ও প্রবন্ধকার বা গবেষকের জন্য নির্দেশনাবলির প্রয়োগ থাকতে হবে।

৫. অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীর ইতিবাচক সুপারিশ সাপেক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। তবে অসম্পূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন ও অধিক সংশোধনযোগ্য লেখা বাতিল হবে।

৬. প্রবন্ধকার তার প্রবন্ধের মৌলিকত্ব ও স্বত্ব দাবি করে একটি স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করবেন। তবে মূল প্রবন্ধের কোথাও পরিচিতি যোগ করা যাবে না। গবেষককে তার নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠান, ফোন নম্বর ও ই-মেইল পৃথক কাগজে সংযুক্ত করতে হবে।

৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগসহ অত্র বা যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রিসহ সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকগণ রিভিউ করবেন। সেক্ষেত্রে ডিগ্রি বা গবেষণা সংক্রান্ত কাজে কোনো অভিযোগ থাকলে তাকে রিভিউয়ার মনোনীত করা হয় না। বিশেষ প্রয়োজনে সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদক যৌথ সিদ্ধান্তে রিভিউয়ার মনোনীত করতে পারবেন।

৮. প্রত্যেক রিভিউয়ার সম্মানী পাবেন। সেক্ষেত্রে সম্মানীর হার ১,০০০/= (এক হাজার টাকা) হয়। প্রত্যেক গবেষক বা প্রাবন্ধিক রিভিউয়ারের সমান হারে সম্মানী পাবেন।

৯. প্রবন্ধ ৪,০০০ থেকে ৭,০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে। প্রবন্ধের ভাষা হবে বাংলা।

১০. A4 সাইজ কাগজে বিজয় ইউনিকোড কালপুরুষ (Bijoy Unicode Kalpurush) ফন্টের ১৪ point -এ প্রবন্ধের অক্ষর বিন্যাস হবে। প্রবন্ধের Line Space এবং Para Space হবে যথাক্রমে 1.5 ও Auto।

১১. প্রবন্ধের শুরুতে গবেষণার লক্ষ্য, জিজ্ঞাসা, প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত অনধিক ১৮০-২০০ শব্দের গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract) যুক্ত করতে হবে। পুরো গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract) জুড়ে টেক্সট/লেখক/কবি পরিচিতি বা লেখক/কবির কথা বর্ণনা করে শেষ বাক্যে প্রবন্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য গবেষণা-সারসংক্ষেপের বৈশিষ্ট্য নয়।

১২. গবেষণা-সারসংক্ষেপ (Abstract)-এর পর ৫(পাঁচ)-টি চাবিশব্দ (Keywords) দিতে হবে।

১৩. বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করতে হবে। তবে উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না। এছাড়া বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ধর্মীয় উৎসব ইত্যাদির প্রচলিত বা ঐতিহ্যগত নামের ক্ষেত্রে প্রথাগত বানান অপরিবর্তিত রাখতে হবে। যেমন : আওয়ামী লীগ, ঈদ, দুর্গাপূজা ইত্যাদি।

১৪. প্রবন্ধের ভিতরে সরাসরি উদ্ধৃতি বা ভাব, ধারণা, বক্তব্য বা প্যারাফ্রেইজিং-এর তথ্যসূত্র (in-text citation) এবং প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জি (References) উল্লেখের কৌশলের ক্ষেত্রে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (American Psychological Association) কর্তৃক প্রকাশিত *Publication Manual of the American Psychological Association* (7th ed.) APA (7th Edition) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে। প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম (last name), সাল ও পৃষ্ঠা নম্বর এবং শেষে তথ্যপঞ্জিতে (References) প্রথমে লেখকের শেষ নাম, তারপর প্রথম নাম (first name) উল্লেখ করতে হবে। নিম্নলিখিত দু'টি ক্ষেত্র বাদে অন্য সব ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র উল্লেখ সংক্রান্ত যে-কোনো বিষয়ে APA (7th Edition) অনুসরণ করতে হবে :

ক. বাংলায় লিখিত লেখকের নামের ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ (abbreviation)-এর সমস্যা এড়ানোর জন্য লেখকের প্রথম নাম (first name) সংক্ষেপিত (abbreviated) করা হয়নি। যেমন : রফিক আজাদের নাম লেখার ক্ষেত্রে :

প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) : (রফিক আজাদ, ২০১৫ : ৫২)

প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জিতে (References) : রফিক আজাদ (২০১৫)। *শ্রেষ্ঠ কবিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

খ. এছাড়া APA (7th Edition) ফরম্যাটে শুধুমাত্র পুস্তক প্রকাশকের নাম উল্লেখিত থাকে; পুস্তক প্রকাশের স্থানের উল্লেখ থাকে না। এক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশের স্থানের (ময়মনসিংহ, ঢাকা, কলকাতা ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

১৫. প্রবন্ধ রচনায় বা গবেষণায় ইংরেজিতে লিখিত বা অনূদিত কোনো বই/রচনা থেকে সরাসরি রেফারেন্স নিলে তথ্যসূত্র ও তথ্যপঞ্জিতে উল্লেখের ক্ষেত্রে হুবহু APA (7th Edition) (এপিএ, সপ্তম সংস্করণ) অনুসরণ করতে হবে।

১৬. উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের কম হলে ডাবল উদ্ধৃতি চিহ্ন (" ") (double inverted comma) দ্বারা আবদ্ধ করতে হবে। প্রবন্ধের কোনো অংশে সিঙ্গেল উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ') ব্যবহার করা যাবে না। উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদে (indenting) তা উপস্থাপন করতে হবে। কবিতার উদ্ধৃতিতে মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস রক্ষা করতে হবে।

১৭. কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল রচনাসহ যে-কোনো রচনা থেকে উদ্ধৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ধৃতির পাশে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে। যে-কোনো সাধারণ উদ্ধৃতি ও প্যারাফ্রেইজিয়ের ক্ষেত্রে একইভাবে উদ্ধৃতি বা গৃহীত বক্তব্যের পাশে তথ্যসূত্র নির্দেশ করতে হবে। নিম্নে প্রবন্ধের ভিতরে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের কিছু উদাহরণ সন্নিবেশিত হলো :

ক. প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের কৌশল : (রফিকউল্লাহ্ খান, ১৯৯৭ : ২৬)

খ. কোনো বই বা লেখার দুই বা তিন জন লেখক হলে দুই বা তিন জনের নামই উল্লেখ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দুটি বা তিনটি নাম "ও" দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন: দুজন লেখকের ক্ষেত্রে : (রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান, ২০০৮); তিনজন লেখকের ক্ষেত্রে : (হায়াৎ মামুদ, হোসনে আরা শাহেদ ও সাজজাদ আরেফিন, ২০০২); তিনের অধিক লেখকের ক্ষেত্রে : (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও অন্যান্য, ২০০০)

গ. পুরো বই বা প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ নির্দেশ করলে : (রফিকউল্লাহ্ খান, ১৯৯৭); আর নির্দিষ্ট উদ্ধৃতি বা পৃষ্ঠা নির্দেশ করলে : (রফিকউল্লাহ্ খান, ১৯৯৭ : ২৬)

১৮. প্রবন্ধের শেষে তথ্যপঞ্জি সংযোজিত হবে। বাংলা তালিকার পর ইংরেজি তালিকা উপস্থাপন করতে হবে। তথ্যপঞ্জিতে লেখকের নাম বর্ণানুক্রমে লিখতে হবে। বই, গবেষণা-পত্রিকা (Journal), সাময়িকী বা ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির নাম বাঁকা অক্ষরে (*Italic*) লিখতে হবে। নিম্নে তথ্যপঞ্জি লেখার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো :

একজন লেখক কর্তৃক রচিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :

রফিকউল্লাহ্ খান (১৯৯৭)। *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

দুজন লেখক কর্তৃক রচিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :

রবি চক্রবর্তী ও কলিম খান (২০০৮)। *বাংলা ভাষা : প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ*। ভাষাবিন্যাস, কলকাতা।

সম্পাদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পা. (১৯৯৯)। *সমকালে নজরুল ইসলাম*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

অনূদিত পুস্তকের ক্ষেত্রে :

ফিশার, আর্নস্ট (২০০৯, মূল লেখা ১৯৫৯)। *দি নেসেসিটি অব আর্ট* (শফিকুল ইসলাম, অনু.)। সংঘ প্রকাশন, ঢাকা।

প্রবন্ধের মধ্যে তথ্যসূত্র (in-text citation) উল্লেখের ক্ষেত্রে : (ফিশার, ২০০৯ : ১৮)

গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের (Journal Article) ক্ষেত্রে :

মাওলা প্রিন্স (২০১৭)। 'জীবনানন্দের কবিতায় পুরাণের ব্যবহার'। *রুদ্র-মঙ্গল* দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৯১-১১৩, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

সম্পাদিত পুস্তকে প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে :

রিজিয়া রহমান (২০১০)। 'একজন নির্জন কথা শিল্পীর নিভৃত প্রস্থান'। আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পা., *আলো ছায়ার যুগলবন্দী*। সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

সাময়িকী বা ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে :

মোহিত উল আলম (১৪২১)। 'কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তা'। *গাহি সাম্যের গান*। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

দৈনিক পত্রিকার বেনামী প্রতিবেদন বা সংবাদ থেকে গৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (ইত্তেফাক, ২০১৮, জানুয়ারি ১০)। তবে, লেখকের নাম উল্লেখ থাকলে শেষ নাম ব্যবহার করে সূত্র লিখতে হবে। যেমন : (দেবনাথ, ২০১৮)। সেক্ষেত্রে তথ্যপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে :

আর এম দেবনাথ (২০১৮, অক্টোবর ০৫)। 'মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে'। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা।

অনলাইন সংস্করণ থেকে তথ্য নিলে শেষে ওয়েব ঠিকানা (URL) উল্লেখ করতে হবে। যেমন :
সারফুদ্দিন আহমেদ (২০২১, মে ১৯)। 'একচোখা দাজ্জাল মিডিয়া ও কোণঠাসা ফিলিস্তিন'। *প্রথম আলো*।
https://www.prothomalo.com/opinion/column/একচোখা-দাজ্জাল-মিডিয়া-ও-কোণঠাসা-ফিলিস্তিন

১৯. অন্যের উদ্ধৃতি ও তথ্যসূত্রের পরিমাণ মূল বিশ্লেষণের ২৫ শতাংশের অধিক হবে না।

২০. কোনো লেখায় কুম্ভীলকবৃত্তি (Plagiarism) পরিলক্ষিত হলে এবং লেখার গবেষণা নৈতিকতার (ঋণস্বীকার/সততা/তথ্য-পরিবেশন) ব্যত্যয় ঘটলে সম্পাদনার যে-কোনো পর্বে সম্পাদনা-পর্ষদ তা বাতিল করবেন। অসাবধানতাবশত কুম্ভীলকবৃত্তি-আক্রান্ত লেখা প্রকাশিত হলে অভিযুক্ত লেখক-গবেষককে ভবিষ্যতে গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ দেয়া হবে না।

২১. বে-আইনি ও নিবন্ধনহীন প্রকাশনা সংস্থা হতে প্রকাশিত সহজলভ্য, পাইরেইটেড, চটুল সংস্করণের বই অথবা গাইড বা নোট জাতীয় বই গবেষণায় ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া অনির্ভরযোগ্য ওয়েবসাইট এবং ব্যক্তিগত ব্লগের তথ্য-উপাত্ত বা লেখা গবেষণায় গ্রহণযোগ্য নয়।

২২. *রুদ্র-মঙ্গল* গবেষণাপত্রের তথ্যনির্দেশরীতি, ভাষারীতি এবং অন্যান্য নির্দেশনা অনুসরণ না করে উপস্থাপিত লেখা মূল্যায়নের জন্য বিবেচিত হবে না। পূর্ব-প্রকাশিত (আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ) কিংবা অন্যকোনো পত্রিকায় মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপিত লেখা মূল্যায়নের অযোগ্য।

২৩. *রুদ্র-মঙ্গল* গবেষণাপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ-বিষয়ক সকল দায়-দায়িত্ব প্রাবন্ধিক বা গবেষক বা লেখক বহন করবেন।

২৪. ***রুদ্র-মঙ্গল* গবেষণাপত্রে প্রবন্ধের ২ (দুই) সেট হার্ডকপি পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, *রুদ্র-মঙ্গল* এবং বিভাগীয় প্রধান, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলা ভবন, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪, বাংলাদেশ। সফ্টকপি প্রেরণের জন্য E-mail ঠিকানা : rudra.mangala.jkkniu@gmail.com**

২৫. *রুদ্র-মঙ্গল* গবেষণাপত্রের এই নীতিমালা ও নির্দেশনাবলি ষষ্ঠ সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ মে ২০২১ থেকে কার্যকর মর্মে অবহিত করা হলো।

অনুলিপি :

১. সভাপতি, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
২. সভাপতি, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
৩. সভাপতি, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
৪. সভাপতি, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৫. সভাপতি, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
৬. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
৭. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।
৮. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
৯. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।
১০. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১১. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।
১২. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।
১৩. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ।
১৪. বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল।
১৫. ডিন, কলা অনুষদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৬. ডিন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৭. ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৮. ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
১৯. পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব নজরুল স্টাডিজ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
২০. বিভাগীয় নোটিশ বোর্ড, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
২১. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
২২. নির্বাহী পরিচালক, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
২৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
২৪. পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ঢাকা।
২৫. পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
২৬. উন্মুক্ত লেখা আহ্বান, অনলাইন।
২৭. অফিস কপি।